দৈনিক ইত্তেফাক 60

তারিখ 18 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিশুদের স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা ঃ একটি পর্যালোচনা

গাউসুর রহমান

উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যে কোনকিছুই প্রকৃতপক্ষে বিকাশের অন্তরায়। শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আরো গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এ ব্যাপারে কেউ-ই ভিন্নমত পোষণ করি না যে, শিশুদের মনের কোমল বৃত্তির বিকাশের জন্যে তাকে প্রথম প্রথম নিজের মত করে বেড়ে উঠতে দিতে হবে। যতদিন না সে বেশ কিছুটা বড় হয়, ততদিন তাকে নিয়মের নিগড়ে না বেঁধে ফেলাই ভাল। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা তার উল্টোটাই করি। তখন মনে হয়, আমাদের যতকিছু জোরাজুরি ওই কচি-কাঁচাগুলোর উপর। এটি বিশেষ করে বুঝা যায় তাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে। ভবিষ্যতে তাকে মানুষের মত মানুষ করতে হবে এই বাসনায় আমরা তার মুখে বোল ফোটামাত্রই তাকে শিক্ষিত করে তুলতে উঠে-পড়ে লাগি। শুরু হয়ে যায় স্কুলে-স্কুলে দৌড়ঝাঁপ, ফরম নিয়ে আসা, প্রিপারেটরি পরীক্ষা-নিরীক্ষার কর্মযজ্ঞ। স্কুলের এডমিশন টেস্ট নামক পোল ভল্ট-এর জন্যে খুদে ছেলে-মেয়েদের আমরা উপরে ছুঁড়ে দিতে থাকি। এডমিশন টেস্ট-এর গলিপথ দিয়ে ছেলে-মেয়েরা কিভাবে সুড়ৎ করে ঢুকে পড়তে পারে, বাবা-মায়েদের বিনিদ্র রজনী কাটে। আর স্কুলের হর্তাকর্তারাও টিপে-টুপে ছেলে-মেয়েদের দেখতে থাকেন যেন তারা আম বা বেগুন। এ প্রশ্ন কেউ তোলেন না—ওই অতটুকু বয়সে একটা ছেলের বা মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কতটা, একটা 'টেস্ট'-এর মাধ্যমে যাচাই করা যায়। এত কথার পরেও অনেকে বলবেন, তাহলেতো মুড়ি-মিছরির একদর হয়ে যাবে। তাছাড়া, একটা স্কুলের সীমিত আসন সংখ্যার কথা ভেবেও এডমিশন টেস্টের একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। তাহলে? সমস্যার সমাধান কি?

নীতিগতভাবেই আমরা প্রতিটি শিশুকে শিক্ষা দিতে বাধ্য। শিশুদের স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাই কোন রকম নির্বাচনী পরীক্ষা থাকা উচিত নয় বলে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেন। কেউ কেউ এ-ও অভিমত করেন—দেশজুড়ে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে, সেখানে এমন নির্বাচনী পরীক্ষা থাকা উচিত নয়, যেখানে একটি শিশুরও বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু যদি আমরা কোন বিশেষ স্কুলের দিক থেকে দেখি, তাহলে দেখতে পাব যে তাদের সীমিত জায়গার জন্যে তারা আসনসংখ্যা সীমিত রাখতে বাধ্য হচ্ছে। ঠিক এ কারণেই, স্কুলগুলি নির্বাচনী পরীক্ষা নিচ্ছে, শিশুদের ভর্তি করছে যোগ্যতার বিচারে।

> *নীতিগতভাবেই আমরা প্রতিটি শিশুকে শিক্ষা দিতে বাধ্য। শিশুদের স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাই কোন রকম নির্বাচনী পরীক্ষা থাকা উচিত নয় বলে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেন। কেউ কেউ এ-ও অভিমত করেন–দেশজুড়ে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে, সেখানে এমন নির্বাচনী পরীক্ষা থাকা উচিত নয়, যেখানে একটি শিশুরও বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু যদি আমরা কোন বিশেষ স্কুলের দিক থেকে দেখি, তাহলে দেখতে পাব যে তাদের সীমিত জায়গার জন্যে তারা আসনসংখ্যা সীমিত রাখতে বাধ্য হচ্ছে। ঠিক এ কারণেই, স্কুলগুলি নির্বাচনী পরীক্ষা নিচ্ছে, শিশুদের ভর্তি করছে যোগ্যতার বিচারে।*

নার্সারী স্কুলে যে শিশুটি ভর্তি হবে, তার কোন নির্দিষ্ট যোগ্যতামান থাকতে পারে বলে মনে করা উচিত নয়। এডমিশন টেস্টের সময় শিশুটি তার 'মুড' অনুযায়ী চলবে। এ কারণেই আমাদের মনে করা উচিত–স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবে 'Frist come, First served'-এর ভিত্তিতে। যে ক'টি আসন রয়েছে, ঠিক সে ক'টি আসনেই ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যেতে পারে।

সব স্কুলের মান এক নয়, এটা একটা বাস্তব সত্য। সেক্ষেত্রে আসল সমস্যাটা হল—যেসব স্কুল ভাল বলে পরিচিতি লাভ করেছে, সেসব স্কুলেই বাবা-মা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করাতে চান। সেই সুযোগে ওই স্কুলগুলি বেশ কিছু অন্যায়ও করে ফেলে। কিছু কিছু স্কুল তাঁদের বাবা-মাকে ডেকে তাঁদের পারিবারিক পরিবেশ, 'Income group'-টা খতিয়ে দেখে নেয়।

যে ছেলে বা মেয়ের তৈরী হয়ে উঠার বাড়তি সুযোগ রয়েছে, স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদেরই নির্বাচিত করে। এটা কিন্তু নিষ্পাপ, সরল শিশুদের প্রতি প্রবল অন্যায়।

এই অন্যায় কিন্তু আটকানো যায় ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভড-এর মাধ্যমে শিশুদের স্কুলে ভর্তি করে। স্কুলকেই নিতে হবে একটি শিশুকে শিক্ষিত করে তোলবার দায়িত্ব। সমাজের যে শ্রেণীটি সচ্ছল এবং বাড়তি সুযোগ পাচ্ছে, কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সেই অংশের শিশুরাই ভাল ফল করছে। এই সমস্যার দ্রুত, সহজ সমাধান নেই। আমাদের দেশ জনবিস্ফোরণের দেশ। একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান হচ্ছে—সামাজিক ক্ষেত্রে এবং সরকারী স্তর থেকে আন্তরিক কিছু করা, যাতে প্রতিটি স্কুলের মান মোটামুটি একই রকম থাকে। তাহলে গুটিকয়েক নামী স্কুলের পিছনে ছোটার প্রবণতা কমে আসবে।

কোন্ বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে এই এডমিশন টেস্ট নেওয়ার প্রশ্ন উঠেছে, সেটা প্রথমেই ভেবে দেখতে হবে। সবচেয়ে কমবয়েসী যেসব শিশু লোয়ার ইনফ্যান্ট-এ পড়ার জন্যে আসে, তাদের ক্ষেত্রে যেমন আমরা কোন এডমিশন টেস্ট নেওয়ার কথা ভাবিই না, সেক্ষেত্রে শিশুদের সঙ্গে আমরা একটা ইন্টারভিউ করি মাত্র। সেক্ষেত্রে, চেষ্টা করা উচিত—ওই ছোট্ট শিশুটি নতুন এক পরিবেশে কিভাবে রিঅ্যাক্ট করছে, সেটা বুঝার। চারপাশের পরিবেশকে সে কতটুকু চেনে, সেটা থেকেই বুঝা যেতে পারে শিশুটির বিবেচনাবোধ কেমন। মনে রাখতে হবে যে, স্কুলগুলির আসল কাজ হল একটি শিশুর মনে আত্মবিশ্বাসের ভিত তৈরী করা। তাই শিশুদের প্রাথমিক ভর্তির ক্ষেত্রে দুর্দান্ত লিখিত ভর্তি পরীক্ষা না থাকাই ভালো।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শিশুরা হারিয়ে ফেলছে তার নিজস্ব, সহজাত রেসপন্স। তোতাপাখির বুলি শুনে আমরাও চিনতে পারছি না তার পরিবেশ, প্রবণতা, মেধা। শুধু এডমিশন টেস্ট প্রথা নয়, বদলাতে হবে শিশুকে গড়ে তোলার যাবতীয় চিন্তাধারাকেই, তাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে প্রকৃতির আশ্রয়ে।